প্রথম আলো

তারিখ 28 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নিজস্ব ক্যাম্পাস

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে আর কত ছাড়?

দেশের কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরেই স্বেচ্ছাচারীভাবে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। এগুলোর রাশ টানা নিয়ে অনেক লেখালেখি হলেও পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেনি। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নানা ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন করে চলেছে, যদিও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দফায় দফায় সময় বাড়ানো হলেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আইন মেনে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। এখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আবার নতুন করে বাড়তি সময় দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের নমনীয়তা আর কত দেখানো হবে?

দেশে বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৮, যার মধ্যে মাত্র ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এটা খুবই হতাশাজনক যে প্রতিষ্ঠার পর সাত বছর পার হওয়ার পরও ৩৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো নিজেদের ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। কিছু আছে ১০ বছর সময় পার করেছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা না নিয়ে চতুর্থবারের মতো সময় বাড়িয়ে আরও ২০ মাস সময় দেওয়ার বিষয়টি কতটা যৌক্তিক হয়েছে, সেটাই বড় প্রশ্ন।

শিক্ষাসচিব অবশ্য আশ্বস্ত করে বলেছেন, এটাই শেষ সময় বৃদ্ধি, এই সময়ের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সনদ সাময়িকভাবে বাতিল করা হবে। আমরা আশা করব, এটাই যেন আইন অমান্যকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য শেষ সুযোগ হয়। যদি চতুর্থ দফার এই বাড়তি সময়ের মধ্যেও নিজস্ব ক্যাম্পাসের শর্ত পূরণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যর্থ হয়, তবে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ, আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেগুলো সাত বছর পার না হওয়ায় এখনো নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়েনি। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাতে নিজস্ব ক্যাম্পাসের ব্যাপারে গড়িমসি না করতে পারে, সে জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগের বিষয়টি জরুরি।

নিজস্ব ক্যাম্পাস ছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। বেতন, নানা ফি, সনদ-বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। এসব ব্যাপারেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছ থেকে কঠোর অবস্থান প্রত্যাশিত।